দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 26 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ফিচার
৪৮

সার্কের পরিধি বাড়ছে

অমিত বসু, কলকাতা থেকে

রংধনুর সাতরঙের একটি রং অধরা। মৌন অবস্থান পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির। বর্ণ বাংলাদেশ নিরুদ্দেশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন না করা পর্যন্ত অসম্পূর্ণ সার্কের চালচিত্র। আজ আর কাল করে দিন যাচ্ছে, অস্পষ্টতা কাটছে না। এপ্রিল আর কতদূর? দিল্লীতে সার্ক সম্মেলনের প্রস্তুতি শেষ। ছ'টি দেশে আমন্ত্রণ সারা। অভ্যর্থনা ত্রুটিমুক্ত রাখতে তটস্থ প্রশাসন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক। প্রণবের আদরের দেশ বাংলাদেশ কোথায়। দশ বছর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে স্বপ্ন সার্থক করার সময় পাননি। স্বল্প মেয়াদ কপালে শেষ। এবার হাতে তিন বছর। লোকসান পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ হাতের কাছে।

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। প্রণব মুখার্জির বীরভূমের গ্রামে বসন্তের বাতাস। দিল্লীতে শীত আছে বসন্ত নেই। গ্রামের বাড়ির একটু দূরে শান্তিনিকেতন। দিল্লীর বাসভবন আবেগহীন। তবু শূন্যতা পূরণে সামান্য অবকাশে রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রবণ। বাংলাদেশ-ভারতকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে রবীন্দ্রনাথ। শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির চওড়া সেতুটা পারাপারে অসীম স্ফূর্তি। ইসলামাবাদ, কলম্বো, কাঠমান্ডু, থিম্পু, মালে কী ঢাকার সঙ্গে মেলে। তফাৎ আকাশ-পাতাল। মালদ্বীপের রাজধানী মালে বিপন্ন ১৯৮৮'র নবেম্বরে। প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুমকে সামরিক বাহিনী ক্ষমতাচ্যুত করতে মরিয়া। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে সাহায্যের আবেদন। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা। নিস্তার গাইয়ুমের। রণে ভঙ্গ ফৌজিদের। সার্কের সার্থকতা এটাই। বন্ধুর পাশে বন্ধু। সার্ক ব্যর্থ করার শক্তির অভাব নেই। সংহতির শেকড় উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র। বিভেদের প্রাচীরে যৌথ উন্নয়ন প্রয়াস ব্যাহত করার প্রবণতা। সাত শক্তির ভিত তবুও অটুট। নতুন সদস্য সন্ধান। আফগানিস্তান, মিয়ানমারকে দলে টানার প্ল্যান। প্রণব মুখার্জি কাবুল সফরে সন্তুষ্ট। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে প্রণব মুখার্জির আলোচনায় যোগাযোগের সেতু শক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। ভারত-মধ্য এশিয়ার সংযোগে আফগানিস্তান প্রয়োজনীয় স্তম্ভ। সার্ক সম্মেলনে এইবার প্রথম যোগ দেবেন কারজাইকে। তালেবানদের নিয়ে বিব্রত কারজাই। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তান তালেবানদের সাহায্য করছে। ২০০৬-এর সেপ্টেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, কারজাই আর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বরফ কিছু গলেনি। সার্কে তালেবান নিয়ে আলোচনা হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে আফগানিস্তানে তালেবানি তৎপরতা বন্ধ করাটা জরুরী। ন্যাটো দুশ্চিন্তায়। তাদের শক্তি কাজে লাগছে না। পাকিস্তান-ভারতের সাহায্য ছাড়া তালেবানি জঙ্গীদের রোখা মুশকিল। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত। সুখের ঘরে সন্ত্রাসের ছোবল। ভারতের কূটনৈতিক শশী থারুর জাতিসংঘে মহাসচিবের পদে লড়ে অবশেষে সরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকতায় মনোযোগী। আফগানিস্তান সফর করে নিবন্ধে লিখেছেন, আফগান সময় রাত সাড়ে আটটায় রাস্তায় কেউ থাকে না। ঘরে বসে 'সাস ভি কভু বহু থি' দেখেন। ভোলো টিভিতে দারি ভাষায় ডাব করে মুম্বাইয়ের টিভি সিরিয়ালটি প্রচার করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় সামাজিক বা পারিবারিক ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের মিল কতটা। দু'দেশই একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছে। শুধু আফগানিস্তান নয় সার্কের সব দেশই একই সাংস্কৃতিক সুতোয় বাঁধা। তালেবানরা চেষ্টা করলেও সেই সুতো ছিঁড়তে পারবে না। ইরান থেকে পাইপলাইনে তেল আসতে ইরান-আফগানিস্তান-ভারত যে পরিকল্পনা করেছে, আমেরিকা আপত্তি দেখালেও পুরোপুরি নিরস্ত্র করতে পারেনি। প্রতিটি পদক্ষেপে পারস্পরিক সহযোগিতা যে কতটা জরুরি, কারজাই-প্রণব আলোচনায় তার রূপরেখা তৈরি। দরকার শুধু কার্যকরী উদ্যোগ।

প্রণব মুখার্জি নতুন বন্ধুর খোঁজে মিয়ানমারে ছুটেছেন। সামরিক নেতা জেনারেল থান শুইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। ভারত সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত। দেবে ছোট বিমান, হেলিকপ্টার, রাডার, সোনার, হেভিগানস। শর্ত একটাই, ভারতের উত্তর পূর্বের চার রাজ্যের মিয়ানমার সীমান্ত নিশ্ছিদ্র করা। আইএসআই-এর সহযোগিতায় শক্তিসম্পন্ন আফগান কেএলও জঙ্গী ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়া। মিয়ানমারের ভেতরে জঙ্গী শিবির নস্যাত করতে দরকারে মিয়ানমার-ভারত যৌথ অভিযান চালাবে। সামরিক সহযোগিতার আশ্বাসে আলোচনা ফুরোয়নি। বাণিজ্যিক সম্পর্কের দরজা খুলেছে। মিয়ানমারের জাতীয় যোজনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমন্ত্রী ইউ শো থো'র সঙ্গে প্রণব মুখার্জির আলোচনা ফলপ্রসূ।

মিয়ানমার থেকে পাইপলাইনে গ্যাস আনার বিষয়ে কথাবার্তা এগিয়েছে। বাংলাদেশে নতুন সরকার এলে স্থায়ী পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। প্রোজেক্টটি ত্রিদেশীয়। ভারতীয় কূটনীতিকরা অধৈর্য। তাঁদের দাবি। বাংলাদেশের প্রতীক্ষায় বসে থাকার চেয়ে ঘুরপথে মিয়ানমার-ভারত গ্যাসলাইন চালু করা হোক। পররাষ্ট্রমন্ত্রক দাবিটি বিবেচনায় রেখেছে।

মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল না। জঙ্গী তৎপরতা কমাতে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের সূচনা। বন্ধুত্বের ভিত কতটা শক্ত—পরীক্ষিত হয়নি। প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। ১৮০০ কিলোমিটার গ্যাসলাইনের জন্য বিনিয়োগের দরকার। তারচেয়ে জরুরী চার রাজ্যের ১৬০০ কিলোমিটার সীমান্তের নিরাপত্তা। প্রজাতন্ত্রী মিয়ানমার ইউনিয়নে গণতন্ত্র এখনও নির্বাসিত। প্রধান বিরোধী নেত্রী আউং সান সুচির সঙ্গে সামরিক নেতারা কথাবার্তা শুরু করলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। ১৯৯৭তে 'বিমসটেক' প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভারতের নতুন অর্থনৈতিক জোট তৈরি হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন মাত্রা পায়। সব প্রতিবন্ধকতা এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি।

শ্রীলঙ্কায় শান্তি স্থাপনে সার্ক কী ভূমিকা নিতে পারে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ভারত আপাতত দূরত্ব বজায় রেখেছে। তামিল টাইগার এবং শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনীর থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখতে প্রয়াসী। পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার থেকে আফগানিস্তান নিয়ে বেশি চিন্তিত। পাকিস্তানে মৌলবাদীরা প্রেসিডেন্ট মোশাররফকে ফ্রি-হ্যান্ড দিতে নারাজ। উদার বা প্রগতিশীল হতে গেলেই রাশ টেনে ধরছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করে প্রতিবেশি দেশের সাহায্যে কতটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ভেবে দেখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সার্কের দুই নতুন অতিথি। মিয়ানমার এবং আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থান কিন্তু সমান নয়। আফগানিস্তানের অবস্থা যাই হোক নির্বাচিত সরকার দায়িত্বে। মিয়ানমারে গণতন্ত্র অনেক দূরে। সার্ক সদস্য হওয়ার প্রধান শর্ত যেখানে গণতন্ত্র—সেখানে মিয়ানমার বাতিল। তারা নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারা পর্যন্ত সার্কে প্রবেশাধিকার পাবে না। ভাবনায় থাকবে, অভ্যন্তরে জায়গা নেই।

নতুনদের কথা পরে, পুরনো বন্ধুরা জোট বেঁধে সম্মেলনে যোগ দিলেই যথেষ্ট। সার্কের জনক বাংলাদেশকে নিয়ে মাস দেড়েক আগে চিন্তা থাকলেও এখন আর নেই। বলা হয়েছে, এপ্রিল মাসে সার্ক শিখর বৈঠক। তারিখটা কবে? এখন ঠিক হয়ে যাবে। প্রণব মুখার্জী ঘুরে এসেছেন বাংলাদেশ। অতএব সার্ক পিছিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই বলে মনে করা হচ্ছে।